গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC)-র ১৯তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. শেখ আব্দুর রশীদ মন্ত্রিপরিষদ সচিব
সভার তারিখ	:	১৪ নভেম্বর ২০২৪
সময়	:	সকাল ১১:৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ, কক্ষ নং-৩০৪, ভবন নং-১, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি আরও বলেন দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কার ও সার্বিক সমন্বয়ের জন্য এ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। দেশের দরিদ্র ও অনগ্রসর মানুষের জীবনমান উন্নয়নে এ কমিটির দায়িত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে এ কমিটির সদস্য-সচিব জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান, অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সভার আলোচ্যসূচি পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি ১-বিগত (১৮তম) সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:

২। বিগত ১৮তম সভার কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন মতামত বা সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা পর্যালোচনার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু এতে কোন প্রস্তাব না থাকায় বিগত (১৮তম) সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি ২ - সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের Dynamic Social Registry (DSR) স্থাপন:

৩। জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান, অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উল্লেখ করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সার্বিক সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এ Single Registry MIS স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ iBAS++ শীর্ষক আর্থিক ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের অংশ হিসাবে Social Protection Budget Management Unit (SPBMU) স্থাপন করেছে। নগদ-ভিত্তিক প্রায় সকল ভাতা (৯৩%) এ প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়ে থাকে। অবশিষ্ট কর্মসূচির ভাতা বিতরণ খুব শীঘ্রই এই প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিতরণ সম্পন্ন করা হবে।

৪। SPBMU-এর একটি প্রধানতম সমস্যা হচ্ছে যে এটি ডাইনামিক নয়। এটিকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে Dynamic Social Registry (DSR) স্থাপন করা সম্ভব। জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান উল্লেখ করেন, বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারকে প্রায় ৭৫০ মিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। উক্ত বাজেট সহায়তার জন্য মোট ১১টি শর্তের মধ্যে একটি হলো Dynamic Social Registery (DSR) স্থাপন।

৫। সচিব, অর্থ বিভাগ বলেন যে, Dynamic Social Registry এর মূল উদ্দেশ্য হল ভাতাভোগীদের বাছাই এবং ভাতা বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা। অর্থ বিভাগে চলমান SPBMU প্লাটফর্মের মাধ্যমে শুধু ভাতা বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। এই MIS এর সঙ্গে ভাতাভোগী বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রমটি সংযোগ করা হলে প্রাথমিক পর্যায়ে চলমান প্রোগ্রামসমূহকে Dynamic Social Registry তে রূপান্তর করা সম্ভব। বিষয়টির নীতিগত অনুমোদনের জন্য তিনি প্রস্তাব করেন।

৬। সভায় আরো আলোচনা হয় যে, অর্থ বিভাগ SPBMU নামক একটি প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করেছে যেখানে ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের পৃথক MIS রয়েছে। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বলেন যে ১৪০ টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে ২৯টি কর্মসূচি ভাতা G2P পদ্ধতিতে এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। ২০২৪-২৫

অর্থবছরের মধ্যে আরো ৭টি কর্মসূচিকে G2P ক্যাশ পেমেন্টের আওতায় আনা সম্ভব। অবশিষ্ট যে ১০৪ টি নন-ক্যাশ প্রোগ্রাম আছে তাদের মধ্যে যে সকল কর্মসূচীর ক্ষেত্রে উপকারভোগীর সুনির্দিষ্ট তথ্যের সংগ্রহ করা সম্ভব সেগুলোর ক্ষেত্রে iBAS++ এর মাধ্যমে interoperable করা সম্ভব।

৭। এটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বিধায় আলোচ্য নীতিমালা বা নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ দায়িত্ব পালন করতে পারে মর্মে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৩টি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১টি সহ মোট ৪টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে ডায়নামিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য World Bank প্রস্তাব করেছে মর্মে অর্থ সচিব জানান। সভায় অবহিত করা হয় যে, Dynamic Social Registry অর্থ বিভাগের বিদ্যমান SPBMU প্লাটফর্মটিতে ডায়নামিক ফিচার অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এই DSR স্থাপন করা সম্ভব। বিষয়টি সরকারের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং এ বিষয় CMC-র নীতিগত সমর্থন প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়।

৮। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় ঐকমত্য পোষণ করা হয় যে, দেশে নগদ অর্থ-ভিত্তিক (Cash Based) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের জন্য Dynamic Social Registry ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সাধারণ নির্দেশাবলী অনুসরণ করা হবে:

ক) ডায়নামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রির সিস্টেম উন্নয়ন, সার্ভার ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির MIS-সমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন, তথ্যের আন্তঃপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ এবং জি-টু-পি (G2P) পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ও MFS-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য অর্থ বিভাগ একটি কোঅর্ডিনেশন কমিটি ও একটি বাস্তবায়ন ইউনিট গঠনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

খ) নতুন সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে Proxy Means Test (PMT) মেথডের মাধ্যমে আবেদনকারীদের অর্থনৈতিক প্রোফাইল তথা তাদের দারিদ্র্য স্কোর প্রস্তুত করা হবে। সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য স্কোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে যে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগী নির্বাচন সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট এবং অনুমোদিত নীতিমালা বা আইনগত কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালায় অনুমোদিত মানদন্ড প্রাধান্য পাবে। সে ক্ষেত্রে PMT থেকে প্রাপ্ত দারিদ্র্য স্কোর কেবলমাত্র সহায়ক ইনডিকেটর হিসাবে ব্যবহৃত হবে;

গ) প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন সুবিধাভোগীদের ক্ষেত্রে পিএমটি পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্য স্কোর নির্ধারণ করা হবে। এ পদ্ধতিতে সাফল্য বিবেচনায় পরবর্তীতে বিদ্যমান ভাতাভোগীদের ক্ষেত্রেও পিএমটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে দারিদ্র্য সীমা অতিক্রমকারী সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করে তাদের স্থলে অধিকতর দরিদ্র ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;

ঘ) ডায়নামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রির সুবিধাভোগীদের তথ্য-উপাত্তের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অর্থ বিভাগ এবং উক্ত ডাটাবেইজে অধিগম্যতাপ্রাপ্ত সকল কর্তৃপক্ষকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঙ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাদের জন্য নির্ধারিত ০৪টি কর্মসূচির Dynamic Social Registry বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনকারীদের তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি অভিন্ন ফরম প্রণয়ন প্রয়োজন হবে। প্রথম পর্বে Dynamic Social Registry (DSR) দেশের ০৮টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে।

৯। সভায় প্রস্তাব করা হয় যে Dynamic Social Registry বাস্তবায়নের জন্য সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার কে আহ্বায়ক করে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বলেন যে, Dynamic Social Registry প্রণয়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে দক্ষ কর্মকর্তা পদায়নের ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে পারেন।

আলোচ্যসূচি ৩ - থিমেটিক ক্লাস্টার কমিটিসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা:

১০। জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান উল্লেখ করেন বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS) বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে পাঁচটি থিমেটিক ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। এই ক্লাস্টারসমূহের প্রধান কাজ হল তাদের আওতাধীন কর্মসূচিসমুহের নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা, একই ধরনের কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, এবং জাতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির অধীনে সার্বিক পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করা। প্রতিটি ক্লাস্টারে ৮-১০টি মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব) সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। প্রয়োজন অনুসারে একই মন্ত্রণালয় একাধিক ক্লাস্টারের সদস্য হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। প্রতিটি ক্লাস্টারের কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য একটি করে মন্ত্রণালয়কে সমন্বয়কের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এই ক্লাস্টারসমূহ হল: (ক) সামাজিক সহায়তা, (খ) সামাজিক বিমা, (গ) খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, (ঘ) শ্রম ও জীবিকায়ন এবং (ঙ) মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন। উল্লেখ্য ক্লাস্টার কমিটির সভা প্রতি ০৩ (তিন) মাস অন্তর আয়োজনের নির্দেশনা রয়েছে। বিগত ০৬ (ছয়) মাসে 'ঘ' ক্লাস্টারের দুইটি সভা এবং ক, গ, ঙ ক্লাস্টারের একটি করে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সামাজিক বিমা ক্লাস্টারের কোনো সভা এ সময়কালে অনুষ্ঠিত হয়নি। ক্লাস্টারসমূহের সভা নিয়মিত আয়োজনের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে আহ্বান জানান।

১১। শ্রম ও জীবিকায়ন ক্লাস্টারের বিষয়ে সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, নিয়মিত সভার মাধ্যমে ক্লাস্টারের আওতাধীন কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন কাবিখা ও কাবিটা কর্মসূচিতে অর্থ বরাদ্দ এবং অন্যান্য বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এ কারণে শ্রম ও জীবিকায়ন ক্লাস্টারে এই মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে এবং সভার সভাপতি এতে সহমত ব্যক্ত করেন। মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন বিষয়ক ক্লাস্টারের বিষয়ে সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জানান, এ ক্লাস্টারের অংশীদারদের সঙ্গে নিয়মিত সভা করে ক্লাস্টারের কার্যক্রমসমূহকে বেগবান করা হচ্ছে। এছাড়া সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বলেন যে, ৭ কোটির বেশী শ্রমিকের জন্য ২০-২৫ কোটি টাকার সহায়তা পর্যাপ্ত নয়। তিনি শ্রমিকদের কল্যাণ রেশন ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব দেন।

আলোচ্যসূচি ৪ - সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

১২। বাংলাদেশের জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সামাজিক বিমা ব্যবস্থা প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত: ক) বেসরকারি পেনশন ব্যবস্থা এবং খ) জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম (NSIS)। উল্লেখ্য, বেসরকারি পেনশন ব্যবস্থা ইতোমধ্যে সফলভাবে বাস্তবায়ন, এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন এবং কর্তৃপক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বেসরকারি খাতের কর্মজীবী মানুষের অবসর জীবনের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পেনশন ব্যবস্থার পরিধি সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে। সামাজিক বিমার অপর অংশ জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম (NSIS) এর আওতায় চারটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে:

১. **বেকারত্ব বিমাঃ** চাকরি হারানোর ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

২. **দুর্ঘটনা বা আঘাত বিমাঃ** কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির ক্ষেত্রে আর্থিক সুরক্ষা;

৩. **মাতৃত্বকালীন বিমাঃ** প্রসূতি মায়েদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা;

৪. **স্বাস্থ্য বিমাঃ** চিকিৎসা সেবার আর্থিক সহায়তা।

১৩। অর্থ সচিব বলেন বর্তমানে আনুষ্ঠানিক খাতে এই সামাজিক বিমাব্যবস্থা সীমিত আকারে পাইলট প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা তাদের অনুদান বা ঋণের শর্ত হিসাবে সামাজিক বিমা ব্যবস্থার সম্প্রসারণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। জাতিসংঘের Social Protection Floors এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে জনগণের স্ব-অর্থায়নে অংশগ্রহণমূলক সামাজিক বিমা চালুর সুপারিশ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের ফলে সরকারি কোষাগারের ওপর আর্থিক চাপ হ্রাস পাবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী ও টেকসই হবে। এক্ষেত্রে বর্তমান সফলতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে অর্থ বিভাগ সভাকে অবহিত করতে পারেন। সচিব, অর্থ বিভাগ তার সার্বজনীন পেনশনের আওতায়;

আলোচ্যসূচি ৫ - NGO-সমূহের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে কমিটি গঠন:

১৪। কমিটি সদস্য সচিব জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান জানান, বাংলাদেশে অনেক বিশ্বমানের এনজিও প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এনজিওসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম অন্যতম। বিশেষ করে তাদের প্রবর্তিত গ্রাজুয়েশন প্রোগ্রাম বা দারিদ্র্য উত্তরণ মডেল বিশ্বজুড়ে গৃহীত ও প্রশংসিত। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সরকারের সংস্থা এনজিও-সমূহের সঙ্গে সরকারের অংশীদারিত্ব রয়েছে। দারিদ্র্য নিরসন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এই অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করার জন্য NSSS-এ দিকনির্দেশনা রয়েছে। NGO-সমূহের প্রবর্তিত বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা এবং সফল পাইলট প্রোগ্রামসমূহকে বৃহৎ পরিসরে বাস্তবায়নের সুপারিশ রয়েছে। তাঁরা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে প্রান্তিক ও সংকটাপন্ন এবং দুর্গম এলাকার বাসিন্দাদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগী হিসাবে বাছাই এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সরকারকে সহযোগিতা করে থাকে। ইতোমধ্যে NGO-সমূহ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ঠিকাদার হিসাবে কাজ করছে।

১৫। তিনি আরোও বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে দ্বিত্বতা বা ওভারল্যাপিং হ্রাস এবং সরকার ও এনজিওসমূহের প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের সমন্বয়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন বৈঠক, সেমিনার এবং যৌথ পরিদর্শন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে GO-NGO সমন্বয় কার্যক্রম আরও শক্তিশালী ও টেকসই করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন বৃহৎ NGO-সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সঙ্গে একাধিক বৈঠকের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠনের খসড়া প্রস্তাব করা হয়েছে, যা সভায় উপস্থাপন করা হয়।

১৬। এ পর্যায়ে সভাপতি সকলের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম শতভাগ স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনা করার পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতে নিয়ে আসার আহবান জানান। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা কার্যপরিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সিদ্ধান্ত:

১৭। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়-

ক) অর্থ বিভাগের প্রস্তাবের আলোকে Dynamic Social Registry প্রণয়নের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হল। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ Dynamic Social Registry বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা/পরিপত্র জারি করবে;

খ) Dynamic Social Registry বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো:

ক) সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
খ) প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
গ) প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঘ) প্রতিনিধি, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	সদস্য
ঙ) প্রতিনিধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
চ) প্রতিনিধি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
ছ) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	সদস্য
জ) প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
ঝ) অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয় অনুবিভাগ), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
ঝ) যুগ্মসচিব, সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য সচিব

গ) থিমেটিক ক্লাস্টারসমূহের সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে নিয়মিতভাবে ক্লাস্টার কমিটিসমূহের সভা আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করা হলো;

ঘ) সার্বজনীন পেনশন স্কিম ও জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিমের পরিধি বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

ঙ) সভায় নিম্নরূপভাবে GO-NGO সমন্বয় কমিটি গঠন করা হলো:

১.	সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব, জেলা ও মাঠপ্রশাসন অনুবিভাগ ও সমন্বয় অনুবিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও পিকেএসএফ	সদস্য
৪.	সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থ বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	সদস্য
৫.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ উপযুক্ত প্রতিনিধি	ব্র্যাক, এমজেএফ, আশা বাংলাদেশ, কেয়ার বাংলাদেশ, টিএমএসএস, বিএনপিএস, এমআরডিআই, সেভ দ্য চিলড্রেন, অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, ওয়ার্ল্ড ভিশন, আরডিআরএস, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, সিডিডি, গেইন বাংলাদেশ, হেল্পএজ	সদস্য
৬.	যুগ্মসচিব, সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৭.	উপসচিব, সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

১) এনজিওসমূহের উল্লেখযোগ্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ চিহ্নিত করে NSSS-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী জীবনচক্রভিত্তিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তকরণ;

২) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের দ্বিত্বতা পরিহারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩) সামাজিক নিরাপত্তা খাতে জিও-এনজিওসমূহের বাজেট বরাদ্দ, কর্মক্ষেত্র ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা;

৪) দুর্গম ভৌগলিক এলাকায় অবস্থানকারী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্যে সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে এনজিওসমূহের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম;

৫) সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) জোরদারকরণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ব্যবস্থা বিনির্মাণে এনজিওসমূহের সম্পৃক্তকরণে সুপারিশ প্রণয়ন;

৬) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে (M&E) এনজিও সংশ্লিষ্টতার সম্ভাব্যতার অনুসন্ধান;

৭) কমিটি বছরে কমপক্ষে দুইটি সভা আয়োজন করবে এবং প্রয়োজনবোধে সদস্য অন্তর্ভুক্ত (কো-অপ্ট) করতে পারবে;

চ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে শ্রম ও জীবিকায়ন ক্লাস্টার-এ কো-অপ্ট করার জন্য উক্ত ক্লাস্টার সমন্বয়ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হলো;

ছ) অর্থ বিভাগ Dynamic Social Registry (DSR) সংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং অর্থ বিভাগ, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন ইউনিট গঠন করবে; এবং

(জ) প্রথম পর্বে Dynamic Social Registry (DSR) দেশের ০৮টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হবে। পরবর্তীতে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সম্প্রসারণ করা হবে।

১৮। পরিশেষে সভায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৯/৫/২০২৪

(ড. শেখ আব্দুর রশীদ)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব